সামাজিক প্রতিষ্ঠান

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ মমিন সাহেবের পরিবার একটি আদর্শ পরিবার। ছেলেমেয়েদেরকে তিনি নম্রতা, ভদ্রতা, আদব-কায়দা এবং নৈতিকতার জ্ঞান রপ্ত করিয়েছেন। এতে ছেলেমেয়েরা আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠেছে। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক. প্রথা কী? ১

খ. 'পরিবার হলো একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে পরিবারের কোন কাজটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের উক্ত কাজটি কী ভূমিকা পালন করতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের সুনির্দিষ্ট কতকগুলো নিয়ম, যা অনুসরণ করা সমাজবাসীর কর্তব্য, তা-ই হচ্ছে প্রথা।

খ পরিবার হলো একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান, কেননা মানবসমাজের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়েই পরিবারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

পরিবারেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে, বেড়ে ওঠে এবং বৃহত্তর সমাজজীবনে প্রবেশের শিক্ষা লাভ করে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের কাঠামো ও কার্যাবলিতে পরিবর্তন এলেও তা কখনো বিলুপ্ত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

গ উদ্দীপকের মাধ্যমে পরিবারের সামাজিকীকরণ কাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সন্তানসন্ততিদের উপযুক্ত সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এ কাজটি প্রাথমিকভাবে পরিবারের ওপরই বর্তায়। সমাজের কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ অনুযায়ী পরিবার শিশুকে গড়ে তোলে। পরিবারই তার শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-প্রথা, রীতিনীতি তথা সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান সরবরাহ করে। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বসবাস করতে গেলে মানুষকে প্রতিনিয়তই তার চারপাশের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়। পরিবার তার শিশু-কিশোরদের এসব সামাজিক গুণাবলি অর্জন করতে তথা সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মমিন সাহেবের পরিবার একটি আদর্শ পরিবার। তিনি ছেলেমেয়েদেরকে নম্রতা-ভদ্রতা, আদব-কায়দা এবং নৈতিকতার জ্ঞান রপ্ত করিয়েছেন। এতে ছেলেমেয়েরা আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ মমিন সাহেব তার ছেলে-মেয়েদেরকে সামাজিকীকরণের শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই শিশুরা সমাজ উপযোগী আচার-আচরণ, মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করে আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে পরিবারের শিক্ষামূলক কাজেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের মমিন সাহেবের পরিবারের মাধ্যমে মূলত পরিবারের সামাজিকীকরণ কার্যাবলির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের উক্ত কাজ তথা সামাজিকীকরণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ ব্যক্তিকে সমাজস্বীকৃত রীতিনীতির মাধ্যমে উপযুক্ত আচরণ করতে বাধ্য করে এবং তাকে সমাজে বসবাস করার উপযুক্ত করে তোলে। আর সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার সমাজে কর্তব্য সম্পাদনকারী এবং সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণকারী সদস্যরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

সামাজিকীকরণ ব্যক্তিকে তার সামাজিক নানা ধরনের কাজকর্মে অংশগ্রহণকারী হিসেবে গড়ে তোলে এবং সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ গ্রহণে তাকে প্রবৃত্ত করে। আর এ মূল্যবোধ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তার সমাজে প্রচলিত প্রথা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ তথা সমগ্র সমাজের সাথে সঙ্গতি সাধনের উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং এর মাধ্যমেই সে সমাজব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ব্যক্তিকে দলের অন্য সদস্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলে। সামাজিকীকরণের জন্যই ব্যক্তি সমাজের সদস্য হিসেবে তার নিজের জন্য অসম্মানজনক বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো কাজ করতে উৎসাহী হয় না। সামাজিকীকৃত ব্যক্তি তার শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদনমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। এমনকি ব্যক্তি যদি পুরোপুরি সামাজিক হয় তবে সে সমাজের গুরুত্ব ভালোভাবে বুঝতে শেখে এবং ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে সমাজের স্বার্থকে স্থান দেয়। এর ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজ হয়। সমাজে মানুষ সুন্দরভাবে একে অপরের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে পারে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ, শৃঙ্খলা, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা পায়। আর এ শিক্ষাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶২ হায়দার সাহেব একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা। তার দুই সন্তান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে তিনি একত্রে বসবাস করেন। তারা সবাই একটি সামাজিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সংগঠনটির অস্তিত্ব সর্বজনীন এবং এটি শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. বর্ণনামূলক জ্ঞাতি সম্পর্ক কাকে বলে? ১

খ. পরিবারের ধর্মীয় কাজ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সংগঠনটি কীসের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংগঠনটি সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তি— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞাতি সদস্যদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে ডাকার পদ্ধতিকেই বর্ণনামূলক জ্ঞাতি সম্পর্ক বলে।

খ ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক পীঠস্থান পরিবার। অনেক পরিবার এখনও শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা গৃহে প্রদান করে থাকে। ধর্মীয় রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও অনুষ্ঠানাদির সাথে শিশুরা পরিবারেই পরিচিত হয়। এই প্রভাব শিশুর মনে ধর্মীয় অনুরাগ এনে দেয় এবং ধর্মীয় অনুভূতি স্রষ্টার প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধাভাব জাগ্রত করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সংগঠনটি পরিবারের ইঙ্গিত বহন করে। পরিবার হলো একটি সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী সমাজের নিয়ম-কানুন সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালন করে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় যোগাযোগ হেতু মানসিক ঐক্য গড়ে ওঠে এবং তারা পরিবারের স্ব স্ব ভূমিকা পালন করতে এক অভিন্ন সংস্কৃতির সূচনা করে। এককথায় বলা যায়, পরিবার হলো সাধারণ বাসস্থান, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সন্তান উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দল বা সংস্থা। উদ্দীপকে দেখা যায়, হায়দার সাহেব তার স্ত্রী ও দুই সন্তান সবাই একটি সামাজিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত সংগঠনটির অস্তিত্ব সর্বজনীন এবং তা শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা পরিবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে পরিবারের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ পরিবারই সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তি। এ সম্পর্কে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন, সন্তান প্রতিপালন এবং একটি গৃহের ব্যবস্থা করা এগুলো হলো পরিবারের অপরিহার্য বিষয়। মানবসমাজে সন্তান প্রজননের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবারই নিরবচ্ছিন্নভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং বংশের ধারা অব্যাহত রাখে। নবজাতকের লালন-পালনের দায়-দায়িত্ব পরিবারকেই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অসহায় অবস্থা থেকে শিশুর স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত সুষ্ঠু সেবা-যত্ন ও লালন-পালনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং কেবল পরিবারই এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। সন্তান ধারণ এবং লালন-পালনের পর শিশুকে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে নিয়ে যাওয়ার পর তার কর্মের পরিধি পরিবারের মধ্যে নিহিত থাকে। পরিবারের মাধ্যমেই শিশু বৃহত্তর সমাজে সামিল হয়। পরিবারের মাধ্যমেই শিশু বিশেষ ধরনের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয় এবং বিশেষ এক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। বস্তুত বৃহত্তর সমাজ জীবনে প্রবেশের ছাড়পত্র পরিবারই দিয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবার সমাজ সংস্কারের মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

প্রশ্ন ▶৩ নৃবিজ্ঞানী মর্গানের মতে, আধুনিক একক বিবাহভিত্তিক পরিবার দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের ফলশ্রুতি। বিভিন্ন আদিম উপজাতি সমাজের পরিবার প্রথা লক্ষ করলে এর সত্যতা মিলে। ভারতের নীলগিরি উপত্যকার টোডা সমাজে দলগত বিবাহরীতি রয়েছে। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. সক্রিয়তা তত্ত্বের মূলকথা কী? ১

খ. জ্ঞাতিসম্পর্কের অর্থনৈতিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে পরিবারের রীতি অনুযায়ী মর্গানের তত্ত্বটি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তত্ত্বটির যথার্থতার বিচারে তোমার মত কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সক্রিয়তা তত্ত্বের মূলকথা হলো— জীবন মানেই কর্ম আর কর্মই জীবন।

খ জ্ঞাতিসম্পর্কের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ জমি হস্তান্তর ঋণ, কৃষি উপকরণে সহযোগিতা, শ্রমিক নিয়োগ ও কৃষি কাজে সহায়তার ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রভাব রয়েছে।

সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, জমি বর্গা দেয়া নেয়ার এবং ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। জ্ঞাতির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে 'হাওলাত' বলে গণ্য হয় এবং সুদ দিতে হয় না, এছাড়াও কৃষিকর্ম ও ব্যবসার মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতিদের নিয়োগ দেওয়া হয়। আবার কখনও এ বিষয়ে জ্ঞাতিরা সাহায্য সহযোগিতা করে।

গ উদ্দীপকের পরিবারের রীতি অনুযায়ী লুইস হেনরি মর্গানের তত্ত্বটি বর্ণনা করা হলো-

আমেরিকান সামাজিক নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান এক রৈখিক বিবর্তনবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে, মানবসমাজের শুরুতে কোনো পরিবার বা বিবাহ ব্যবস্থা ছিল না। তবে পশুদের মতো অবাধ যৌনাচার ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মর্গানের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ancient Society' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান ট্রাইব ইরোকোয়াদের জ্ঞাতি সম্পর্কীয় সম্বোধন রীতি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানব সমাজ অবাধ যৌন মিলনের পর্যায় থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তর

অতিক্রম করে আজকের একক পরিবারে উন্নীত হয়েছে। মর্গানের মতে, বিবাহ প্রথা দ্বারাই পরিবারের স্বরূপ নির্ধারণ করতে হয়। মর্গান বর্ণিত বিভিন্ন স্তরের পরিবারের ক্রমবিবর্তন হলো- রক্তসম্পর্কযুক্ত পরিবার, পুনালুয়ান পরিবার, সিনডিয়া সেমিয়ান পরিবার, পিতৃপ্রধান পরিবার, একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার।
তার মতে রক্তসম্পর্কযুক্ত পরিবার থেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান একক বিবাহভিত্তিক পরিবার সৃষ্টি হয়েছে। মর্গান বর্ণিত পরিবারের উপরিউক্ত স্তরগুলোকে আধুনিক নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা এভাবে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করেছেন অবাধ যৌন মিলন, যৌথ বিবাহ মাতৃতান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক এবং একক বিবাহভিত্তিক পরিবার।
উদ্দীপকে নৃবিজ্ঞানী মর্গানের একটি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। এ তত্ত্বের পরিবারের প্রকৃতি ও ক্রমবিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের পরিবারের রীতি অনুযায়ী মর্গানের তত্ত্বটির সাথে আমি একমত নই। কারণ, মর্গানের মতে, মানব সমাজের শুরুতে কোনো পরিবার বা বিবাহব্যবস্থা ছিল না। পশুদের মতো অবাধ যৌনাচার ছিল। তার মতে, মানব সমাজ অবাধ যৌন মিলনের পর্যায় থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আজকের একক পরিবারের উন্নীত হয়েছে।
আমি তার রক্তসম্পর্কযুক্ত পরিবার থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার এ বিবর্তনের সাথে একমত। কিন্তু মানব সমাজের শুরুতে পরিবার ছিল না, ছিল অবাধ যৌনাচার এই কথার সাথে একমত না। কারণ মানব সমাজের আদি সামাজিক সংগঠন হলো পরিবার। আদিম কাল থেকেই সমাজে রক্তসম্পর্কযুক্ত পরিবার ছিল। মর্গান বর্ণিত অবাধ যৌনাচারের বিরোধিতা করে নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্টারমার্ক বলেন, কিছু কিছু পশু মানুষের পোষ্য হয়ে তাদের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক আবাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাতে তাদের জীবনযাত্রাও ব্যাহত হয়েছে। এ ধরনের পশুর মধ্যে অবাধ যৌন সম্পর্ক দেখা যায়। কিন্তু ঐসব পশু যখন তাদের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পরিবেশে বাস করে তখন তাদের মধ্যে অবাধ যৌনাচার দেখা যায় না। ওয়েস্টারমার্কের মতে, অবাধ যৌন আচরণ জীবন ধর্মবিরোধী। তাই মানুষের সমাজে অবাধ যৌনাচার ছিল এ ধারণার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।
উপরোক্ত আলোচনা শেষে তাই বলতে পারি, মর্গানের ক্রমবিবর্তনের ৫টি স্তর এর সাথে একমত হলেও তার অবাধ যৌনাচার বিষয়টির সাথে আমি পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করি।

প্রশ্ন ▶ ৪ বাবুল, আবুল ও মুকুল তিন বন্ধু। বাবুল বিবাহ করে তার স্ত্রীকে নিয়ে পিতার বাড়িতে বসবাস করে। আবুল তার স্ত্রীসহ স্ত্রীর পিতার বাড়িতে বসবাস করছে। অন্যদিকে মুকুল তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা নতুন স্থানে বসবাস করছে। যার কারণে তাদের মধ্যে যোগাযোগ খুব কম হয়। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. জ্ঞাতিসম্পর্ক কয় প্রকার? ১
খ. বিবাহ বলতে কী বোঝ? ২
গ. বাবুল, আবুল ও মুকুলের পরিবারের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আকারভিত্তিক পরিবার এসব পরিবার থেকে ভিন্ন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞাতিসম্পর্ক চার প্রকার।

খ বিবাহ হলো একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বন্ধন।
বিবাহ হলো একটি আনুষ্ঠানিকতা, যার মাধ্যমে সমাজ নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক এবং তাদের আর্থসামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। বিবাহের মাধ্যমেই পরিবারের সৃষ্টি হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে।

গ উদ্দীপকের বাবুল, আবুল ও মুকুলের পরিবারের ধরন যথাক্রমে পিতৃবাস, মাতৃবাস ও নয়াবাস পরিবার।
বিবাহের পর নবদম্পতি যদি স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে তবে তাকে পিতৃবাস পরিবার বলে। অন্যদিকে বিবাহের পর নবদম্পতি যদি স্ত্রীর মাতৃগৃহে বসবাস করে তবে সেই পরিবারকে মাতৃবাস পরিবার বলে। আর বিবাহের পর যদি নবদম্পতি স্বামীর বাবার অথবা স্ত্রীর বাবার বাড়িতে বসবাস না করে নতুন কোনো স্থানে আবাসস্থল গড়ে তোলে তবে তাকে নয়াবাস পরিবার বলে।
উদ্দীপকের বাবুল বিবাহ করে স্ত্রীকে নিয়ে পিতার বাড়িতে বসবাস করে, যা পিতৃবাস পরিবারকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে আবুল বিয়ের পর তার স্ত্রীর বাবার বাড়িতে বসবাস করে। যা মাতৃবাস পরিবার এবং মুকুল পিতার বা স্ত্রীর বাবার বাড়িতে বসবাস না করে নতুন স্থানে বাস করে যা নয়াবাস পরিবারকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, বাবুল, আবুল এবং মুকুলের পরিবার যথাক্রমে পিতৃবাস, মাতৃবাস এবং নয়াবাস পরিবার।

ঘ আকারভিত্তিক পরিবার বিবাহোত্তর বাসস্থানের ভিত্তিতে গঠিত পরিবার থেকে ভিন্ন।
আকারভিত্তিক পরিবারগুলো হলো অনু পরিবার, যৌথ পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে যে পরিবার গঠন করে তাকে অণু পরিবার বলে। এখানে সন্তানাদি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যৌথ পরিবার হচ্ছে ঐতিহ্যের প্রতীক। এ পরিবারে কর্তাব্যক্তির সাথে তার বাবা-মা, ভাইবোন ও তাদের সন্তান-সন্ততি বসবাস করে। কৃষি সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে যৌথ পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার হচ্ছে মূলত তিন পুরুষের পরিবার। এটি একক পরিবারের বর্ধিতরূপ বলেই একে বর্ধিত পরিবার বলে। অন্যদিকে বিবাহোত্তর বাসস্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- পিতৃবাস, মাতৃবাস ও নয়াবাস পরিবার। পিতৃবাস পরিবারে বিবাহের পর নবদম্পতি স্বামীর পিতৃগৃহে, মাতৃবাস পরিবারে স্ত্রীর মাতৃগ্রহে এবং নয়াবাস পরিবারে নতুন স্থানে বসবাস করে। যেমনটি উদ্দীপকে দেখা যায়, পরিবারের এসব ধরনের সাথে আকারভিত্তিক পরিবারের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।
উপরের আলোচনা বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, আকারভিত্তিক পরিবার বিবাহোত্তর বাসস্থানের ভিত্তিতে গঠিত পরিবার থেকে ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶৫ ফারহিন ও সিহান সহপাঠী। তারা দুইজন একই গ্রাম বসবাস করে। প্রতিদিন বিকালে তারা ক্রিকেট খেলে। তাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া থাকায় একে অপরকে দোস্ত বলে সম্বোধন করে। এ দোস্ত সম্পর্ক সমাজ জীবনে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। ◀ *শিখনফল: ৬ ও ৭*

ক. বিবাহ কী? ১

খ. পিতৃপ্রধান পরিবার বলতে কী বোঝ? ২

গ. ফারহিন ও সিহান কোন জ্ঞাতিসম্পর্কে আবদ্ধ? উদাহরণসহ জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ উল্লেখ কর। ৩

ঘ. আমাদের সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবাহ হচ্ছে বয়সপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলার মধ্যে এমন এক চুক্তির সম্পর্ক যার মাধ্যমে তারা একেত্রে যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং একই পরিবারে বসবাস করার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমর্থন লাভ করে।

খ কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারের একটি প্রকরণ হলো পিতৃপ্রধান পরিবার।

পারিবারিক কর্তৃত্ব যদি পিতা, স্বামী বা বয়স্ক পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে তাহলে সেই পরিবারকে পিতৃপ্রধান পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারের পুরুষই পরিবারের কর্তা হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবার প্রথা চালু রয়েছে।

গ ফারহিন ও সিহান প্রথাগত জ্ঞাতি সম্পর্কে অবাব্ধ।

সহপাঠী ফারহনি ও সিহান একে অপরকে দোস্ত বলে সম্বোধন করে যা প্রথাগত জ্ঞাতি সম্পর্কের উদাহরণ। উদাহরণসহ জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ নিচে উল্লেখ করা হলো—

জ্ঞাতি সম্পর্ক সাধারণত চার প্রকার। যথা— জৈবিক বা রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধন, বৈবাহিক বন্ধন, কাল্পনিক বন্ধন এবং প্রথাগত বন্ধন। একজন ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, নাতি নাতনির সাথে রক্ত সম্পর্কিত বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। কোনো মহিলা বা পুরুষ তাদের শ্বশুর-শাশুড়ি এবং শ্বশুড় শাশুড়ি পক্ষের জ্ঞাতিদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। রক্ত বা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নয় এমন ব্যক্তিদের সাথেও আমরা রক্ত এবং বৈবাহিক জ্ঞাতিদের মতোই আচরণ করি। এটিই কাল্পনিক বন্ধন। যেমন— পিতার বন্ধুবান্ধবকে বাঙালি মুসলিম সমাজে চাচাকে, ককা, আঙ্কেল ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সাধারণত একটি প্রথা দেখা যায় যে, একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক খুব গাড় হলে তখন তাকে ধর্ম ভাই, ধর্ম মা, ধর্ম বোন ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে। আবার নামের সঙ্গে নাম মিললে দোস্ত, মিতা, সই/সখী বলে সম্বোধন করে। এ ধরনের জ্ঞাতি সম্পর্ক হলো প্রথাগত বন্ধন।

ঘ আমাদের সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সমাজজীবনে সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ে উক্ত বিষয় অর্থাৎ, জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

সমাজজীবনে জ্ঞাতিরা সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য শিশুকে প্রেরণা দিয়ে থাকে। জ্ঞাতিরাই শিশুকে পারিবারিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলে। জ্ঞাতিদের হাতেই সামাজিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়।

এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক যোগানের একমাত্র বাহন হচ্ছে ভূমি। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, বর্গা দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের মধ্যে লেনদেন এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জমি ক্রয়-বিক্রয় বা হস্তান্তর সাধারণত জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই হয়ে থাকে। কেননা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে জমি বিক্রয় করলে তা পুনরায় ফেরত পাওয়ার আশা থাকে। টাকা-পয়সা হাওলাত ও ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সাহায্য পাওয়া যায়। গ্রামের কৃষক পরিবারের মধ্যে অনেকেরই কৃষি উপকরণ, যেমন— বলদ, লাঙল, জোয়াল, মই ইত্যাদি থাকে না। এক্ষেত্রে তারা এগুলো জ্ঞাতিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকে। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও জ্ঞাতিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাছাড়া তারা তুলনামূলকভাবে বিশ্বস্ত হয়।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জ্ঞাতিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন নির্বাচনের সময় দেখা যায়, যে প্রার্থীর জ্ঞাতিগোষ্ঠী বেশি তিনি সহজে জয় লাভ করেন। অনেকেই ক্ষমতা পাওয়ার আশায় এবং অধিক সমর্থন লাভের আশায় বড় বড় জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক বৃদ্ধি করে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৬ রতন ও বিভাস দুই বন্ধু। রতন পরিবারের সম্মতিক্রমে তার মামাতো বোনকে বিয়ে করে। কিন্তু বিভাসের জন্য উপযুক্ত পাত্রী পেতে তার পরিবারকে বেশ বেগ পেতে হয়। কারণ জাতপাত মিলিয়ে তবেই তার জন্য পাত্রীর নির্বাচন করতে হয়েছে। ◀ *শিখনফল: ১ ও ২*

ক. জ্ঞাতিসম্পর্ক কী? ১

খ. সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া— বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বিভাসের বিবাহের ধরনটি চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিবাহের ধরনসমূহের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৪

প্রশ্ন ▶ ১ আলাউদ্দিন ও পপি দু'জন দু'জনাকে খুব ভালোবাসে। তাই তারা সমাজস্বীকৃত পন্থায় নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে একত্রে বসবাস শুরু করে। দু' বছর পর তাদের ঘর আলো করে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এ দম্পতি এখন তাদের একমাত্র কন্যা সন্তানের প্রতিপালন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটান। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. কাজিন কারা? ১

খ. জ্ঞাতি সম্পর্কের অর্থনৈতিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ মূলপাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাচাতো, মামাতো, খালাতো ও ফুফাতো ভাইবোনরাই হলো কাজিন।

খ জ্ঞাতিসম্পর্কের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ জমি হস্তান্তর ঋণ, কৃষি উপকরণে সহযোগিতা, শ্রমিক নিয়োগ ও কৃষি কাজে সহায়তার ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রভাব রয়েছে।

সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, জমি বর্গা দেয়া নেয়ার এবং ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। জ্ঞাতির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে 'হাওলাত' বলে গণ্য হয় এবং সুদ দিতে হয় না, এছাড়াও কৃষিকর্ম ও ব্যবসার মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতিয়দের নিয়োগ দেওয়া হয় আবার জ্ঞাতিরা সাহায্য সহযোগিতা করে।

গ উদ্দীপকে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিফলন ঘটেছে।

পরিবার হলো একটি সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী সমাজের নিয়ম-কানুন সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, সন্তানসন্ততি জন্মদান ও লালনপালন করে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে একজন নারী ও পুরুষ পরিবার গঠন করে থাকে। বস্তুত পরিবার হলো বিবাহ ও রক্তসম্পর্ক দ্বারা যুক্ত মানুষের একটি ক্ষুদ্র দল যারা স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন, মা-বাবা ইত্যাদি সামাজিক সম্পর্কে পরিচিত। এর প্রত্যেকটি সদস্যদের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তা তথা মুখোমুখি সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিবার শিশুর জন্ম ও লালনপালনের কেন্দ্র। সেজন্য অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিবারের সঙ্গে তার সদস্যদের সম্পর্ক খুবই নিবিড় ও অন্তরঙ্গ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিন ও পপি দুজন দুজনকে ভালোবেসে সমাজস্বীকৃত পন্থায় কিছু নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে একত্রে বসবাস করে। অর্থাৎ তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে পরিবার গঠন করেছে। দু' বছর পরে তাদের একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয় যা পরিবারের অন্যতম কাজ সন্তান জন্মদানকে নির্দেশ করছে। বর্তমানে তারা তাদের মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটান যা পরিবারের সন্তান লালন-পালন কাজকে নির্দেশ করছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, আলাউদ্দিন ও পপি বিবাহের মাধ্যমে পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান তথা পরিবারের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

পরিবার সমাজের প্রাথমিক একক বা ইউনিট এবং সামাজিক সংগঠনের মূলাধার। সমাজজীবনে মানুষ পরিবারের মাধ্যমেই প্রবেশ করে। যে কারণে পরিবারকে প্রাথমিক ও মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। পরিবার একটি আদর্শ নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান। কেননা পরিবার যৌন চাহিদা মেটানো, সন্তান উৎপাদন ও লালনপালন এবং নিরাপত্তা- এ তিনটি মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে গঠিত হয়। পরিবার রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হয়। পরিবারের দায়-দায়িত্ব শুধু সন্তান জন্মদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পরিবার সার্থকভাবে সন্তান লালন-পালন ও সেবাযত্নের মাধ্যমে সুনাগরিক গড়ে তোলে। পরিবার সমাজ জীবনে স্থায়ী ও বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান। সভ্য, অসভ্য নির্বিশেষে পৃথিবীর সব সমাজেই পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পরিবারের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং এ পরিবার বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। গতিশীলতা এর বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি প্রজন্মেই নতুন করে পরিবার গঠিত হয় এবং এভাবেই পরিবার আবর্তিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, যা সমাজে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লক্ষ করা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ২ মি. গহর ব্যবসায়ী ও স্ত্রী অধ্যাপক। তারা গ্রাম ছেড়ে বাবা-মাসহ শহরের বাসায় থাকে। হঠাৎ মি. গহরের শ্বশুর-শাশুড়ি মারা যাওয়ায় তার একমাত্র শ্যালিকা কাজলকে বাসায় নিয়ে আসে এবং একত্রে বসবাস করে। ◀ *শিখনফল: ৪ ও ৫*

ক. বিবাহোত্তর বসবাস রীতি অনুযায়ী পরিবারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. গহরের পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শ্যালিকার প্রতি মি. গহর সাহেবের ভূমিকা কীসের সুস্পষ্ট প্রতিফলন যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবাহোত্তর বসবাস রীতি অনুযায়ী পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

খ বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার সন্তান সন্ততি যদি পিতার কাছ থেকে পায়, সেক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবারকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এ ধরনের পরিবারের নেতৃত্ব, সম্পত্তি, বংশমর্যাদা ইত্যাদি উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা হতে পুত্রের মাঝে বর্তায়। এখানে দাদা, পুত্র, নাতিকে নানা, মাতা, মেয়ে নাতনি অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের প্রচলিত সমাজ ও চাকমা সমাজে এ ধরনের পরিবার প্রচলিত।

গ উদ্দীপকের মি. গহর তার স্ত্রী ও বাবা-মাসহ শহরে বাস করেন, যা পাঠ্যবইয়ের বর্ধিত পরিবারকে নির্দেশ করে।

বর্ধিত পরিবার মূলত দুই বা তিন পুরুষের পরিবার। এটি একক পরিবারের বর্ধিত রূপ বলেই একে 'বর্ধিত পরিবার' বলে। এটি যৌথ পরিবারের খুব কাছাকাছি। দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়েসহ তিন প্রজন্মের সদস্য বাস করে এ পরিবারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. গহর এবং তার স্ত্রী গ্রাম ছেড়ে তাদের বাবা মাকে সাথে নিয়ে শহরে বাস করে। অর্থাৎ, এ পরিবারে দুই প্রজন্মের সদস্যরা একত্রে বসবাস করে। সুতরাং মি. গহরের পরিবারটি যে বর্ধিত পরিবার তা সহজেই বোঝা যায়।

ঘ উদ্দীপকে শ্যালকের প্রতি মি. গহর যে দায়িত্ব পালন করেছেন তা পরিবারের নিরাপত্তামূলক কার্যাবলির সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

সবচেয়ে প্রাচীন সামাজিক সংগঠন হিসেবে এক সময় পরিবারের মূল কাজ ছিল নারী ও পুরুষের বিবাহ বন্ধন, জৈবিক প্রয়োজন নিবারণ এবং সন্তান-সন্ততির জন্মদান। পরবর্তীতে সমাজ যত সভ্যতার দিকে এগিয়েছে ততই পরিবারের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ভূমিকার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের স্বার্থে ব্যক্তিমাত্রই নিজের শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। পরিবার এই সকল দিক থেকেই ব্যক্তি মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করে। ব্যক্তিও পরিবারের মধ্যেই অর্থনৈতিক ও দৈহিক নিরাপত্তা এবং মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। পরিবারের সদস্যগণ এ বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকেন যে, বিপদ-আপদ ও অসুখ-বিসুখে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন না।

উদ্দীপকের মি. গহরের শ্বশুর-শাশুড়ি মারা যাওয়ায় তার একমাত্র শ্যালিকা কাজল একই সাথে মানসিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে যায়। এমতাবস্থায় মি. গহর কাজলকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে নিয়ে আসেন। তিনি যদি এমনটি না করতেন তাহলে কাজলের মনে হতাশা, হীনম্মন্যতা, আশঙ্কা, আতঙ্কবোধ প্রভৃতির সৃষ্টি হতো। কিন্তু মি. গহরের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ফলে এ ধরনের অবস্থায় কাজলকে পড়তে হয়নি। সে তার বোনের পরিবারে এসে নিরাপত্তাবোধ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মি. গহর নিরাপত্তার জন্যই শ্যালিকা কাজলকে নিজের পরিবারে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং তার ভূমিকা পরিবারের নিরাপত্তামূলক ভূমিকারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶৩ মাহফুজ সাহেব স্ত্রী-পুত্রসহ ঢাকায় বসবাস করেন। তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তার ছেলেকে বলেন, বিবাহের মাধ্যমে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি মানব সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো কাজ সম্পাদন করে। এ প্রতিষ্ঠানটি মানুষের বেড়ে ওঠায় যেমন সহায়তা করছে, তেমনি মানুষকে সামাজিক মানুষেও পরিবর্তন করছে। শিক্ষা ও নৈতিক দিকটিও উক্ত প্রতিষ্ঠান ভালভাবে শিখিয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে এ ধরনের কাজগুলো বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমেও প্রসারিত হচ্ছে। ◀ *শিখনফল: ৩ ও ৫*

ক. সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকডোনাল্ড গোষ্ঠীকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন? ১

খ. সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মাহফুজ সাহেব যে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাম্প্রতিককালে সমাজ গঠনে যে ধরনের ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকডোনাল্ড গোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করেন।

খ সামাজিকীকরণ হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানব শিশু সমাজের একজন কাঙ্ক্ষিত পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে বেড়ে ওঠে।

সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই একটি শিশু সমাজে বসবাসের উপযোগী হয়। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, আচরণ, মূল্যবোধ একটি শিশুকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে সে সমাজেরই একজন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। সামাজিক প্রভাবের এ ধারাটিকেই বলা হয় সামাজিকীকরণ।

গ উদ্দীপকে মাহফুজ সাহেব সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান পরিবার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

পরিবার হচ্ছে মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান। একজন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই পরিবারের সদস্য হয়ে পড়ে। জন্মগ্রহণ করার পর এ পরিবারই তার লালন-পালন করে। পরিবার একটি সংগঠনকে নির্দেশ করে। পরিবার হলো সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এক সামাজিক সংগঠন। বর্তমান বিশ্বে পরিবার এক সর্বজনীন, অকৃত্রিম এবং মৌলিক সামাজিক একক। পরিবারের মধ্যেই মানব শিশুর জন্ম, তার লালন-পালন, প্রাথমিক শিক্ষা, বয়োবৃদ্ধি, ব্যক্তিত্বের গঠন এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মের অধিকাংশই পরিবারকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অকৃত্রিম, আন্তরিক এবং অবিচ্ছেদ্য।

উদ্দীপকে মাহফুজ সাহেব তার ছেলেকে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের কথাই বলেছেন, যা বিবাহের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। পরিবারই পৃথিবীর প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারে মানুষ বেড়ে ওঠার পাশাপাশি সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। পরিবার মানুষকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিবার একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যা সামাজিক চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন রকম কর্ম সম্পাদন করে।

ঘ সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এগুলোর মধ্যে উদ্দীপকে বর্ণিত পরিবার ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অন্যতম।

শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান সমাজে শিক্ষার কার্যাবলিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। আধুনিককালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছে। এ কারণে বিভিন্ন ধরনের নার্সারি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র অর্থাৎ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হলো শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী জ্ঞান দান করা। এজন্যে শিক্ষা গবেষণাকর্ম পরিচালনাও এর অন্যতম লক্ষ্য। নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদানসহ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সচেতন করা, দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চর্চা ও তা ধারণ করা, চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ ও প্রশংসাপত্র প্রদানও এর অন্যতম প্রধান কাজ।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চর্চা করে, ধারণ করে এবং তার কল্যাণধর্মীয় শিক্ষা সমাজের মধ্যে বিতরণ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মানবসমাজ যতই বিকশিত হচ্ছে ততই এসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶৪ শিক্ষিত যুবক হাফিজ। এম. এ. পাস করেছে প্রায় ৫ বছর আগে। দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনো চাকরি হয়নি। শেষ পর্যন্ত বড় লোকের মেয়ে সুফিয়াকে বিয়ে করে শ্বশুরের মাধ্যমে একটি চাকরি পেল। ◀ *শিখনফল: ৬ ও ৭*

ক. কোন আইনে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন করা যায় না? ১

খ. সমবিবাহ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে হাফিজের শ্বশুর কোন ধরনের জ্ঞাতি? নিরূপন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু আইনে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন করা যায় না।

খ পাত্র পাত্রীর মধ্যে যখন বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক বংশীয় মর্যাদা সমান হয়, তখন তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহকে সমবিবাহ বলে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সমবিবাহে নবদম্পতির পক্ষে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং খাপখাওয়ানো সহজতর হয়। এ কারণে সর্বকালে সবসময়ে সমাজে সমবিবাহের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে হাফিজের শ্বশুর বৈবাহিক সম্পর্কের জ্ঞাতি।

জ্ঞাতি সম্পর্ক হচ্ছে সেই সামাজিক সম্পর্ক যাতে সমাজের প্রতিটি সদস্য বিভিন্ন সূত্রের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ও অনুমিতভাবে রক্ত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ।

জ্ঞাতিসম্পর্ক সাধারণত চার প্রকার হয়ে থাকে। যেমন— একজন ব্যক্তি তার পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, নাতি-নাতনির সাথে রক্তসম্পর্কিত বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। কোনো মহিলা বা পুরুষ তাদের শ্বশুর-শাশুড়ি এবং শ্বশুর-শাশুড়ি পক্ষের জ্ঞাতিদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। রক্ত বা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নয় এমন ব্যক্তিদের সাথে আমরা রক্ত এবং বৈবাহিক জ্ঞাতিদের মতোই আচরণ করি। এটিই কাল্পনিক বন্ধন। প্রায় অনেকটা স্থানীয় প্রথাগতসূত্রে কাউকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে নেওয়ার যে রেওয়াজ আছে, তাকেই প্রথাগত বন্ধন বলা হয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, শিক্ষিত নানা জায়গায় চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে তার কোনো চাকরি হয়নি। অবশেষে বড়লোকের মেয়ে সুফিয়াকে বিয়ে করে শ্বশুরের মাধ্যমে চাকরি পায়। এখানে হাফিজের শ্বশুর বৈবাহিক সম্পর্কের জ্ঞাতি। কারণ বিবাহের মাধ্যমে হাফিজ তার শ্বশুরের সাথে জ্ঞাতিসম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, হাফিজের শ্বশুর বৈবাহিক সম্পর্কে জ্ঞাতি।

ঘ বাংলাদেশের সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিকীকরণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, উৎপাদন, সংগঠন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ, সামাজিক সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানদি পালন ইত্যাদিতে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা শুধু তাৎপর্যপূর্ণই নয় বরং অপরিহার্য।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতিদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, জমি বর্গা দেয়া-নেয়া এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের পারস্পরিক আদান-প্রদানও লক্ষণীয়। কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জ্ঞাতির প্রভাব-প্রাধান্য লক্ষণীয়। এছাড়া বাংলাদেশের সমাজে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষিকর্ম ও ব্যবসার মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত মানুষেরা তাদের জ্ঞাতিদের মধ্য থেকে শ্রমিক নিয়োগ অধিক পছন্দ করে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জ্ঞাতিদের ভূমিকা লক্ষণীয়। ব্যক্তি হোক আর গোষ্ঠী হোক জ্ঞাতিদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা কষ্টসাধ্য। ধর্ম বিষয়ে সকল প্রকার অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জ্ঞাতিদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। সমাজজীবনে পরিবার ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে জ্ঞাতিরা অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। উদ্দীপকেও আমরা দেখি, বেকার যুবক হাফিজ বিবাহের পর শ্বশুরের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রভাব ও গুরুত্ব লক্ষণীয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জ্ঞাতি সম্পর্ক বাংলাদেশের সমাজে গুরুত্বের দাবিদার কারণ বাংলাদেশের সমাজজীবনে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৫ ফারহিন ও সিহান সহপাঠী। তারা দুইজন একই গ্রাম বসবাস করে। প্রতিদিন বিকালে তারা ক্রিকেট খেলে। তাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া থাকায় একে অপরকে দোস্ত বলে সম্বোধন করে। এ দোস্ত সম্পর্ক সমাজ জীবনে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। ◀ *শিখনফল: ৬ ও ৭*

ক. বিবাহ কী? ১
খ. পিতৃপ্রধান পরিবার বলতে কী বোঝ? ২
গ. ফারহিন ও সিহান কোন জ্ঞাতিসম্পর্কে আবদ্ধ? উদাহরণসহ জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ উল্লেখ কর। ৩
ঘ. আমাদের সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবাহ হচ্ছে বয়সপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলার মধ্যে এমন এক চুক্তির সম্পর্ক যার মাধ্যমে তারা একেত্রে যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং একই পরিবারে বসবাস করার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমর্থন লাভ করে।

খ কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারের একটি প্রকরণ হলো পিতৃপ্রধান পরিবার।
পারিবারিক কর্তৃত্ব যদি পিতা, স্বামী বা বয়স্ক পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে তাহলে সেই পরিবারকে পিতৃপ্রধান পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারের পুরুষই পরিবারের কর্তা হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবার প্রথা চালু রয়েছে।

গ ফারহিন ও সিহান প্রথাগত জ্ঞাতি সম্পর্কে অবাব্ধ।
সহপাঠী ফারহনি ও সিহান একে অপরকে দোস্ত বলে সম্বোধন করে যা প্রথাগত জ্ঞাতি সম্পর্কের উদাহরণ। উদাহরণসহ জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ নিচে উল্লেখ করা হলো—
জ্ঞাতি সম্পর্ক সাধারণত চার প্রকার। যথা— জৈবিক বা রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধন, বৈবাহিক বন্ধন, কাল্পনিক বন্ধন এবং প্রথাগত বন্ধন। একজন ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, নাতি নাতনির সাথে রক্ত সম্পর্কিত বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। কোনো মহিলা বা পুরুষ তাদের শ্বশুর-শাশুড়ি এবং শ্বশুড় শাশুড়ি পক্ষের জ্ঞাতিদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। রক্ত বা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নয় এমন ব্যক্তিদের সাথেও আমরা রক্ত এবং বৈবাহিক জ্ঞাতিদের মতোই আচরণ করি। এটিই কাল্পনিক বন্ধন। যেমন— পিতার বন্ধুবান্ধবকে বাঙালি মুসলিম সমাজে চাচাকে, ককা, আঙ্কেল ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সাধারণত একটি প্রথা দেখা যায় যে, একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক খুব গাড় হলে তখন তাকে ধর্ম ভাই, ধর্ম মা, ধর্ম বোন ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে। আবার নামের সঙ্গে নাম মিললে দোস্ত, মিতা, সই/সখী বলে সম্বোধন করে। এ ধরনের জ্ঞাতি সম্পর্ক হলো প্রথাগত বন্ধন।

ঘ আমাদের সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
সমাজজীবনে সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ে উক্ত বিষয় অর্থাৎ, জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।
সমাজজীবনে জ্ঞাতিরা সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য শিশুকে প্রেরণা দিয়ে থাকে। জ্ঞাতিরাই শিশুকে পারিবারিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলে। জ্ঞাতিদের হাতেই সামাজিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়।
এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক যোগানের একমাত্র বাহন হচ্ছে ভূমি। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, বর্গা দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের মধ্যে লেনদেন এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জমি ক্রয়-বিক্রয় বা হস্তান্তর সাধারণত জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই হয়ে থাকে। কেননা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে জমি বিক্রয় করলে তা পুনরায় ফেরত পাওয়ার আশা থাকে। টাকা-পয়সা হাওলাত ও ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সাহায্য পাওয়া যায়। গ্রামের কৃষক পরিবারের মধ্যে অনেকেরই কৃষি উপকরণ, যেমন— বলদ, লাঙল, জোয়াল, মই ইত্যাদি থাকে না। এক্ষেত্রে তারা এগুলো জ্ঞাতিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকে। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও জ্ঞাতিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাছাড়া তারা তুলনামূলকভাবে বিশ্বস্ত হয়।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জ্ঞাতিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন নির্বাচনের সময় দেখা যায়, যে প্রার্থীর জ্ঞাতিগোষ্ঠী বেশি তিনি সহজে জয় লাভ করেন। অনেকেই ক্ষমতা পাওয়ার আশায় এবং অধিক সমর্থন লাভের আশায় বড় বড় জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক বৃদ্ধি করে থাকেন।
পরিশেষে বলা যায়, আমাদের সমাজজীবনে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৬ সুরাইয়া বাবা-মায়ের খুব আদরের মেয়ে। বাবা-মা মেয়েকে একটুও চোখের আড়াল করতে চায় না। কিন্তু সুরাইয়া এখন বড় হয়েছে। তার বিয়ে দিতে হবে এটা তার মা-বাবার ভীষণ চিন্তার বিষয়। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল মেয়েকে বিয়ে দিয়ে জামাতাকে নিজেদের বাড়িতেই রাখবে। কিন্তু সুরাইয়ার বন্ধু সুমন পিতা-মাতার ইচ্ছেমত বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে বাবার বাড়িতে উঠেছে।
◀ শিখনফল: ৪

ক. আসাবিয়া কী? ১
খ. বংশগতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুরাইয়ার বিয়ে কোন ধরনের বসবাসকে নির্দেশ করে? চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. সুরাইয়া ও সুমনের পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪